প্রথম আলো

তারিখ ... 02 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কমিটি

হাইকোর্টের রায়

ভিকারুননিসা স্কুলের বিশেষ কমিটি বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিচালনার জন্য গঠিত বিশেষ কমিটি অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট। আদালত বলেছেন, একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করে ছয় মাসের মধ্যে গভর্নিং বডির নির্বাচন দিতে হবে।

একটি রিট আবেদনের নিষ্পত্তি করে বিচারপতি জিনাত আরা ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল বুধবার এ রায় দেন। একই সঙ্গে ২০০৯ সালে প্রণীত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালার ৫(২) ও ৫০ বিধি অবৈধ ঘোষণা করেছেন আদালত।

আদালতে রিট আবেদনকারীর পক্ষে ছিলেন মো. ইউনূছ আলী আকন্দ। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ইসরাত জাহান।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রায়ের পর ইউনূছ আলী আকন্দ সাংবাদিকদের বলেন, এই রায়ের ফলে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বাধীন বিশেষ কমিটি বাতিল হয়ে গেল।

৫(২) ও ৫০ বিধি অবৈধ ঘোষণার ফলে কী হবে—এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইসরাত জাহান *প্রথম আলোকে* বলেন, ৫(২) ও ৫০ বিধি আদালত অবৈধ ঘোষণা করায় এখন সাংসদেরা ইচ্ছা করলেই আর সর্বোচ্চ চারটি স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে পারবেন না। তবে ৫(১) বিধি অনুসারে সাংসদদের সর্বোচ্চ চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হতে বাধা নেই।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০০৮ সালে সর্বশেষ ভিকারুননিসা নূন স্কুলের গভর্নিং বডির নির্বাচন হয়। ২০০৯ সালে প্রবিধানমালা তৈরি হলে ৫৩ বিধি অনুসারে সব-কমিটি বাতিল করে অ্যাডহক ও বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। ওই সময় থেকে স্কুলটিতে চারবার অ্যাডহক কমিটি ও দুবার বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। সবশেষ বিশেষ কমিটি গঠন করা হয় গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর। এরপর ১৬ জানুয়ারি ওই বিশেষ কমিটির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে রিট করেন আইনজীবী ইউনূছ আলী আকন্দ। ওই বিশেষ কমিটি কেন বাতিল করা হবে না, তা জানতে চেয়ে ১৯ জানুয়ারি রুল দেন আদালত।

ওই রুল বিচারাধীন থাকা অবস্থায় প্রবিধানমালার ৫ ও ৫০ বিধির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন করেন ইউনূছ আলী। গত ১৩ এপ্রিল আবেদনটির ওপর প্রাথমিক শুনানি শেষে আদালত রুল দিয়ে জানতে চান, ৫ ও ৫০ বিধি কেন সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করা হবে না। শিক্ষাসচিব, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভিকারুননিসা স্কুল ও কলেজের বিশেষ কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, ঢাকা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শকসহ বিবাদীদের চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়। এরপর রুলের ওপর চূড়ান্ত শুনানি শেষে গতকাল রায় ঘোষণা করলেন আদালত।

রায়ের পর ইউনূছ আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, আদালত ৫০ বিধি অবৈধ ঘোষণা করায় শুধু ভিকারুননিসাই নয়, দেশের কোনো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই আর বিশেষ কমিটি থাকতে পারবে না। এ রায়ের ফলে সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি ও নিয়োগ-বাণিজ্য বন্ধ হবে।

বিশেষ ধরনের গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি-সংক্রান্ত প্রবিধানমালার ৫০ বিধিতে বলা হয়েছে, বিশেষ পরিস্থিতিতে বোর্ড এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ ধরনের গভর্নিং বডি বা ক্ষেত্রমতে ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা যাবে।